জায়েন্ট মিলিবাগ

জায়ান্ট মিলিবাগ পোকা (Giant Mealy Bug) হেমিপটেরা (Hemiptera) বর্গের Cocciedae পরিবার অন্তর্ভূক্ত একটি পোকা।

এই পোকাটি সাধারণত বাংলাদেশ, আফ্রিকা, ইন্ডিয়া ও চীনে দেখতে পাওয়া যায়। বাংলাদেশে ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট এরিয়ায় ২০০৭ ও ২০১৩-১৪ সালে ব্যাপক হারে এ পোকার আক্রমণ দেখা যায়। এছাড়াও দেশের বিভিন্ন স্থানে নানা সময়ে এ পোকার আক্রমণ পরিলক্ষিত হয়েছে।

জায়ান্ট মিলিবাগ পোকার ছিদ্রকারী ও শোষক (piercing sucking type mouth parts) মুখাপাঙ্গ থাকায় এরা উদ্ভিদ থেকে রস শোষণ করে । এদের জীবনচক্রে ৩ টি ধাপ দেখা যায় । ডিম, নিম্ফ ও পূর্ণ বয়স্ক । পূর্ণ বয়স্ক স্ত্রীপোকা ও নিম্ফ উভয়ই উদ্ভিদকে আক্রমন করতে পারে। জায়ান্ট মিলিবাগ বয়োঃপ্রাপ্ত হলে মার্চ এর শেষ থেকে মে মাসের মধ্যে মাটিতে নেমে আসে এবং মাটির ৫ থেকে ১৫ সেন্টিমিটার নীচে ডিম পাড়ে । একটি পোকা এক সাথে ৩০০-৪০০ টি পর্যন্ত ডিম পাড়তে পারে । নভেম্বর থেকে জানুয়ারি মাসের মধ্যে ডিম ফুটে নিম্ফ বের হয়ে হামাগুড়ি (crawl) দিয়ে গাছে উঠে এবং উদ্ভিদের কচিপাতা, ফলেরবৃন্ত, ফল এবং উদ্ভিদের নরম অংশ থেকে রস শুষে খায়। এর ফলে গাছ নিস্তেজ হয়ে যায়, অনেক সময় পাতা ঝড়ে পড়ে। এই পোকা ফুলে আক্রমন করলে ফল ধরে না এবং ফলে আক্রমন করলে ফল গুলো কুঁচকে যায়।

জায়ান্ট মিলিবাগের শরীরের আবরণ মোম জাতীয় হওয়ায় এবং honey dew নামক এক ধরনের আঠালো পদার্থ নিঃসরণ করার ফলে এরা খুব সহজেই গাছ বেয়ে, ফলের গা বেয়ে এমনকি মটরযানের সাহায্যে ও এক স্থান থেকে অন্য স্থানে স্থানান্তরিত হতে পারে।

জায়েন্ট মিলিবাগ পোকা ও পোকার আক্রমণ

দমন ব্যবস্থাপনা :

কিছু জৈবিক ও যান্ত্রিক পদ্ধতি অবলম্বন এবং মিলিবাগ দমনের জন্য অনুমোদিত কীটনাশকের সমন্বিত ব্যবহারের মাধ্যমে এই পোকা নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব । জায়ান্ট মিলিবাগ দমনের জন্য নিম্নবর্ণিত পদ্ধতিসমূহ অবলম্বন করা যেতে পারে ।

- বাগানে জন্মানো আগাছা ও অন্যান্য পোষক উদ্ভিদ তুলে বাগান পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে।
- গ্রীষ্মকালে (বিশেষত সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসে) বাগানে ভালো করে চাষ দিতে হবে বা পূর্ববর্তী বছরে আক্রান্ত গাছ সমূহের গোড়ার মাটি কোদাল দিয়ে আলগা ও এপিঠ-ওপিঠ করে দিতে হবে যাতে মাটির নিচে থাকা ডিম উপরে উঠে আসে এবং পাখি ও অন্যান্য শিকারী পোকার কাছে তা উন্মুক্ত হয়, তাছাড়া রোদে পোকার ডিম নষ্ট হয়ে যায়।
- স্ত্রীপোকা ডিম পাড়ার জন্য মাটিতে নেমে আসে । এইসময় এদের সংগ্রহ করে দমন করতে হবে।
- ২০ সেঃমিঃ চওড়া পিচ্ছিল প্লাস্টিকের ব্যান্ড দিয়ে গাছের কান্ড পেঁচিয়ে দিতে হবে যাতে এই পোকা গাছ বেয়ে উপরে উঠতে না পারে । অনেক সময়ে প্লাস্টিকের পিচ্ছিল ব্যান্ডের নিচের অংশে নিম্ফ গুলো জমা হয় । এ অবস্থায় এদের পিটিয়ে অথবা আগুনে পুড়িয়ে অথবা জমাকৃত পোকার উপর কীটনাশক স্প্রে করে দমন করা সম্ভব। নিম্ফগুলোকে গাছে উঠতে বাধা দিতে পারলে এ পোকার আক্রমণ পুরোপুরি ভাবে দমন করা যায়।
- যদি নিম্ফগুলো গাছ বেয়ে উপরে উঠে যায় তবে শুধুমাত্র গাছের আক্রান্ত অংশে স্পর্শক ও পাকস্থলী ক্রিয়া সম্পন্ন কীটনাশক অনুমোদিত মাত্রায় প্রয়োগ করা প্রয়োজন । তবে প্রাথমিক ভাবে অল্প কিছু পরিমান নিম্ফ গাছ বেয়ে উপরে উঠে গেলে কেবলমাত্র গুড়া সাবান মিশ্রিত পানি (প্রতি লিটার পানিতে ৫ গ্রাম হারে) স্প্রে করে এ পোকার আক্রমণ রোধ করা সম্ভব ।
- ব্যাপক ভাবে আক্রমনের ক্ষেত্রে কীটনাশক প্রয়োগের বিকল্প নেই । যেহেতু এ পোকাটির বহিরাবরণ মোম জাতীয় পদার্থ দিয়ে সুরক্ষিত থাকে সেহেতু পরীক্ষিত কীটনাশক ছাড়া এটি দমন করা দুরূহ । এ ক্ষেত্রে প্রথমে ক্লোরোপাইরিফস (Chloropyrifos) গ্রুপের যেমন ডার্সবান ২০ ইসি, এগ্রিবান ২০ ইসি বা এজাতীয় কীটনাশক প্রতি লিটার পানিতে ৩ মিলি হারে এবং ৩-৪ দিন পর কার্বারিল (Carbaryl) গ্রুপের যেমন সেভিন ৮৫ এসপি, সিনারিল ৮৫ এসপি বা এজাতীয় কীটনাশক প্রতিলিটার পানিতে ২ গ্রাম হারে মিশিয়ে আক্রান্ত অংশে স্প্রে করলে এ পোকা সম্পূর্ণ ভাবে দমন করা সম্ভব ।

আরও তথ্যের জন্য:
পরিচালক উদ্ভিদ সংরক্ষণ উইং, ডিএই, খামারবাড়ি, ঢাকা-১২১৫। E-mail: dppw@dae.gov.bd
বিস্তারিত জানার জন্য আপনার নিকটস্থ উপসহকারী কৃষি অফিসার অথবা উপজেলা কৃষি অফিসে যোগাযোগ করুন।

উদ্ভিদ সংরক্ষণ উইং, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর